২

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

সরজমিন ।। শিবরাম প্রাইমারী স্কুলে এক—

এ যেনো এক রূপকথার গল্প

মোনাজাতউদ্দিন ।। সুন্দরগঞ্জ (গাইবান্ধা) ঃ দূর গ্রামের একটি প্রাইমারি স্কুল। সেখানে সকল ছাত্রছাত্রী নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকে। পড়ুয়াদের জন্যে আছে আবাসিক ব্যবস্থা। আছে বসবার মতো পর্যাপ্ত বেঞ্চ, আছে চেয়ার–টেবিল, ব্লাকবোর্ড, আছে খাবার পানির ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ, খেলাধুলার ব্যবস্থা, দেশের খবর শোনা আর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান দেখবার জন্যে আছে রেডিও–টেলিভিশন সেট, আছে ফুলের বাগান, স্কুল–লাগোয়া হাঁসের খামার, তুঁত চাষ প্রকল্প। কেবল বইপত্র নয় হাতে–কলমে শিক্ষাদানের জন্যে আছে সেখানে বিবিধ ব্যবস্থা। সেখানে সবার জন্য বই–পুস্তক আছে, সবাই ভাল কাপড়– চোপড় পরে থাকে, দেয়া হয় স্বাস্থ্য শিক্ষা, ছাত্রছাত্রী আর শিক্ষকদের চিকিৎসার জন্যে আছে ক্লিনিক। এদেশে প্রাইমারি শিক্ষার যে চিত্রটির সাথে সবাই পরিচিত, তার পাশাপাশি ওপরের বর্ণনা–চিত্র কল্পনার মতো মনে হতে পারে। কিন্তু না, তা নয়, এমন সরকারি প্রাইমারি স্কুল আছে বাস্তবে, শিক্ষিতের অতি নিম্নহার যেগাইবান্ধায়, সেখানে। সেদিন ঐ স্কুলটি সরজমিনে দেখে এলাম।

গাইবান্ধার একটি প্রত্যন্ত থানা–জনপদ সুন্দরগঞ্জ। জেলা শহর থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে। এই থানা সদর থেকে আরো প্রায় ৫ কিলোমিটার গেলে পরে সোনারায় ইউনিয়ন। তারই একটি গ্রামের নাম শিবরাম। এই শিবরাম গ্রামেই স্কুলটি। এখন ৬৩৫

প্রধান শিক্ষক নুরুল আলম। —সংবাদ

জন ছাত্রছাত্রী। শিক্ষক ১৮জন। ছাত্র–শিক্ষকের উপস্থিতি হানড্রেড পার্সেন্ট। বিস্ময়ের ব্যাপার বৈকি! বর্ষার দিনে 'ব্রেনি ডে' বলে কিছু নেই। স্কুলে আসতেই হবে। পড়াশোনা না পারলে ছেলেমেয়েদের কি মারধর করা হয়? না বেত নেই। শৃংখলা তৈরি হয়েছে শিক্ষকদের স্নেহে। হেড মাষ্টার নূরুল আলম, সদা হাস্যমুখ, ভীষণ জীবন সংগ্রামী। মানুষটি পালন করেন ছাত্রছাত্রীদেরঃ যেমন ডানার উমে পালন–পালন করে মুরগি তার সদ্য প্রস্ফুটিত ছানা। '৮৫তে তিনি শ্রেষ্ঠ জাতীয় শিক্ষক হিসেবে পুরস্কার পেয়েছেন।

গ্রামের প্রাইমারি স্কুল বলতে যা, তাতে চোখের সামনে ভাসে ভাঙাচোরা স্কুলভবন। বেড়া আছে তো চালা নেই, চালা আছে তো দরজা–জানালার কপাট নেই। বেঞ্চ–চেয়ার–টেবিল–ব্লাকবোর্ড–চক–ডাষ্টার পর্যন্ত মেলে না অনেক স্কুলে। ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি শতকরা ৫০. ভাগের নিচে। শিক্ষক আসেন দেরিতে, অনেকের উপস্থিতি নিয়মিত নয়। এটা ঠিক যে ফেসিলিটিজ ডিপার্টমেন্ট গত কয়েক বছরে বেশ কিছু স্কুলগৃহ পাকা করেছে, আসবাব দেয়া হয়েছে নতুন, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে; কিন্তু শিক্ষার মান অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিম্নমুখী। সরকারি যে কর্মসূচী, শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য, তা চালু করার ফলে নানান সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। স্কুলে পড়বার মতো বয়স এমন ছেলেমেয়েদের মধ্যে শতকরা ৮৬ ভাগ স্কুলের খাতায় নাম লিখিয়েছে গমপ্রাপ্ত ইউনিয়ন এলাকায়. কিন্তু উপস্থিতির হার খাতাপত্রে শতকরা ৬২ ভাগ, আসলে ৫০ ভাগেরও নিচে। অর্থাৎ প্রতি ১শ' জনের মধ্যে আধাআধি সংখ্যকই স্কুলে আসছে না। এক এলাকায় গম দেয়ায় পার্শ্ববর্তী গমবঞ্চিত এলাকার স্কুলে দেখা দিয়েছে অসন্তোষ। ইউনিয়ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিরা স্বস্তিতে নেই। প্রাথমিক শিক্ষার এই যে চিত্র, তার সাথে সুন্দরগঞ্জের শিবরাম স্কুল মেলে না। হঠাৎ করে সেদিন রাতের বেলা হাজির হয়ে দেখলামঃ প্রতিটি ক্লাসের ছেলেমেয়েরা স্কুলে হাজির। এরা আবাসিক ছাত্র। স্কুলের পাশেই হোস্টেল। দিনের বেলায় ক্লাসে যা পড়ানো হয় বা যেসব টাস্ক দেয়া হয়, তারই চর্চা করছে এরা। রাতের শিফট চালায় ৯ জন শিক্ষক, সবাই উপস্থিত। কুফা তো কুফা! আধঘন্টা স্কুলে থাকলাম, এরই মধ্যে ৮ বার বিদ্যুৎ গেল। এই বিদ্যুতের যাওয়া–আসার খেলাটা নিয়মিত। ছেলেমেয়েরাও বুঝি অভ্যস্থ। সন্ধ্যা লাগবার সাথে সাথেই নিজ নিজ বেঞ্চে লাগিয়ে নেয় তারা মোমবাতি, বিদ্যুৎ চলে যাবার সাথে সাথে ক্লাস ক্যাপ্টেন তার নিজের মোমটি জ্বালিয়ে নিয়ে এসে সবার মোম ধরিয়ে দিয়ে যায়। শিবরাম প্রাইমারি স্কুলে বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় সুদূর শটিবাড়ী থেকে। গ্রামীণ বিদ্যুৎ। একেক রাতে এমনও হতে হয় যে, ৩০/৪০ বার বিদ্যুৎ ট্রিপ করে। তা সত্ত্বেও, কখনো বিদ্যুৎ, কখনো মোমের স্বল্প আলো, পড়াশোনা করে চলেছে ছেলেমেয়েরা। একটা জেনারেটর বসালে হতো। ২৫/২৬ হাজার টাকা হলে জেনারেটর কিনে আনা যায় বগুড়া থেকে। অতো টাকা মিলবে কোথায়?

শিবরাম স্কুলের কথা শুনি গাইবান্ধা শহরে। গল্পের মতো মনে হয়। তাই সরজমিনে দেখতে আসা। আমার এরকম ধারণা হয়েছিল যে, এটা বুঝি কোন এনজিও পরিচালিত স্কুল; কিন্তু না, সরকারি স্কুল। ১৯১৬ সালে স্কুলটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎকালীন জমিদার সুনিতাবালা দেবীর পরামর্শে স্কুলের নামকরণ হয় শিবরাম প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৭৩ সালে সরকারিকরণ হয়। স্কুলের জন্য তিন বিঘা জমি দান করেন মরহুম খায়োরুজ্জামান। তিনি ছিলেন একজন বিদ্যানুরাগী। এখন যিনি প্রধান শিক্ষক, নূরুল আলম, তিনি বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ঢাকা গিয়েছিলেন চাকরির সন্ধানে। ঘটনাক্রমে দেখা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে। প্রধানমন্ত্রী নাকি তাকে বলেছিলেন স্কুলের শিক্ষকতা করে দেশ গড়বার কারিগর বানাতে। গ্রামে ফিরে এসে শিক্ষকতা শুরু করেন নূরুল আলম। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ পালন করে চলেছেন তিনি। স্কুলে পাওয়া গেল একটি পুস্তিকা। এতে বাংলাদেশের ব্যতিক্রমধর্মী কয়েকটি প্রাইমারি স্কুলের কথা বলা হয়েছে, যা ইউনিসেফের সহায়তায় প্রকাশ করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এতে আছে শিবরাম প্রাইমারি স্কুলের বয়ান। বলা হয়েছেঃ 'বাংলাদেশে এমন স্কুলের কথা কল্পনাই করা যায় না। এ যেনো রূপকথার গল্প.....।'

পড়ার অবসরে বাগান পরিচর্যা, (ডানে) ক্লাস রুম। —সংবাদ